যায়যায়দিন

তারিখ ... 25 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সমস্যায় জর্জরিত ইডেনের বিজ্ঞান ল্যাব

ইডেন রিপোর্টার

ইডেন কলেজের বিজ্ঞান অনুষদের ল্যাবগুলো নানান সমস্যায় জর্জরিত। ল্যাবগুলোতে পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে কোনো রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে ল্যাবওয়ার্ক। ছাত্রীরা অভিযোগ করেন, কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো ল্যাবে হাতে-কলমে শেখাটা জরুরি হলেও ল্যাবগুলোর অবস্থা ভালো না থাকায় শিক্ষকরা তা বাদ রেখেই কোর্স কমপ্লিট করছেন।

ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম পর্যায়ের পাঠদান চালু থাকলেও নেই কোনো স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ভবন। সবচেয়ে পুরনো ভবনে অবস্থিত বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবগুলো কলেজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। ল্যাবগুলোতে ঘুরে দেখা গেছে, রসায়ন ল্যাবগুলোর অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। বেসিন, পানির লাইন ভাঙা, ড্রেনগুলো ময়লায় পরিপূর্ণ থাকায় মেঝে পানিতে পূর্ণ থাকে। এসিডের বোতলগুলো জানালার পাশে মুখ খোলা অবস্থায় রাখা। ভাঙা কাচের টুকরো যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। ফলে যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

অন্যদিকে পদার্থ বিজ্ঞানের ল্যাবগুলোয় কোনো ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই ছাত্রীদের রেডিয়েশনের প্র্যাকটিকাল করানো হয়। নিয়মানুযায়ী এ ধরনের প্র্যাকটিকাল আলাদা ল্যাবে পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ করার কথা থাকলেও কোনোটিই মানা হচ্ছে না। ছাত্রীরা জানান, কোনো ল্যাবেই নেই দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসহ ন্যূনতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নিউক্লিয়ার ল্যাবকে পৃথক করার কথা থাকলেও এ নিয়ে শিক্ষকদের কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। এছাড়াও নতুন সিলেবাসের মাস্টার্সের প্র্যাকটিকাল করানোর মতো ল্যাব বা যন্ত্রপাতি কিছুই কলেজের নেই। অন্যান্য বিভাগের ল্যাবগুলোর অবস্থাও প্রায় একই রকম। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানরা পর্যাপ্ত আর্থিক অনুদান না থাকার কথা বললেও জানা গেছে, প্রতি বছর বিজ্ঞান বিভাগগুলোর জন্য অনুমোদনকৃত টাকার পরিমাণ ন্যূনতম ২ লাখ টাকা। এছাড়াও ল্যাব চার্জ বাবদ ছাত্রীদের কাছ থেকে জনপ্রতি ৫০০ টাকা রাখা হয়, যা অন্যান্য কলেজের চেয়ে অনেক বেশি।

ছাত্রীরা ল্যাবের সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য একাধিকবার আবেদন জানালেও বিভাগীয় প্রধানদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের জন্য ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত চাহিদা তালিকা তৈরির সময় বিজ্ঞান অনুষদের কোনো বিভাগীয় প্রধানই নতুন ল্যাব নির্মাণ বা যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত চাহিদার কথা উল্লেখ করেননি, যা তাদের দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. স্বপ্না রায় জানান, পরবর্তী কাউন্সিল মিটিংয়ে বিভাগীয় প্রধানদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে জবাবদিহিতা চাওয়া হবে। এছাড়াও নতুন করে চাহিদাপত্র তৈরির সময় বিজ্ঞান বিভাগের প্রয়োজনগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।